

ଶୀତାଞ୍ଜଳି



୧

ଆମାର ଯାହା ନତ କରେ ଦାଓ ହେ ତୋମାର
 ଚରଣ-ଧୂଳାର ତଳେ ।
ସକଳ ଅହଙ୍କାର ହେ ଆମାର
 ଢୁବାଓ ଚୋଖେର ଢଳେ ।

গীতাঞ্জলি

নিজেরে করিতে গোরব দান,
নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে ।

সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে ।

আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে ;
তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে ।

যাচি হে তোমার চরম শাস্তি,
পরানে তোমার পরম কাস্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্ম-দলে ।

সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে ।

গীতাঞ্জলি

২

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই

বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে !

এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর

জীবন ভরে' ।

না চাহিতে মোরে যা করেছ দান,

আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,

দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমার

সে মহা দানেরই যোগ্য করে,

অতি ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে

বাঁচায়ে মোরে !

আমি কখনো বা ভুলি, কখনো বা চলি,

তোমার পথের লক্ষ্য ধরে ;

তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে

যাও যে সরে !

এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,

নিতে চাও বলে ফিরাও আমার

পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন

তবে মিলনেরই যোগ্য করে,

আধা-ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে

বাঁচায়ে মোরে !

গীতাঞ্জলি

৩

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাই,
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই ।

পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে,
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন,
সে কথা যে ভুলে যাই ।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই ।

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে,
যখনি যেখানে লবে,
চির জনমের পরিচিত ওহে
তুমিই চিনাবে সবে ।

তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই !
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই ।

গীতাঞ্জলি

৪

বিপদে মোরে রক্ষা কর,

এ নহে মোর প্রার্থনা,

বিপদে আমি না যেন করি ভয় ।

হৃৎ-তাপে ব্যথিত চিতে

নাই বা দিলে সাহসনা,

হৃৎথে যেন করিতে পারি জয় ।

সহায় মোর না যদি জুটে

নিজের বল না যেন টুটে,

সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি

লভিলে শুধু বঞ্চনা

নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয় ।

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ

এ নহে মোর প্রার্থনা,

তরিতে পারি শক্তি যেন রয় ।

আমার ভার লাঘব করি

নাই বা দিলে সাহসনা,

বহিতে পারি এমনি যেন হয় ।

নম্র শিরে স্রুথের দিনে

তোমারি মুখ লইব চিনে,

হৃৎথের রাতে নিখিল ধরা

যে দিন করে বঞ্চনা

তোমারে যেন না করি সংশয় ।

অন্তর মম বিকশিত কর

অন্তরতর হে ।

নির্মল কর, উজ্জল কর

সুন্দর কর হে ।

জাগ্রত কর, উত্তত কর,

নির্ভয় কর হে ।

মঙ্গল কর, নিরলস নিঃশয় কর হে ।

অন্তর মম বিকশিত কর

অন্তরতর হে ।

যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে,

যুক্ত কর হে বন্ধ,

সঞ্চার কর সকল কণ্ঠে

শান্ত তোমার ছন্দ ।

চরণপদে মম চিত নিঃস্পন্দিত কর হে,

নন্দিত কর, নন্দিত কর

নন্দিত কর হে ।

অন্তর মম বিকশিত কর

অন্তরতর হে !

গীতাঞ্জলি

৬

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুনকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যালোক ভুলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া ।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া
চেতনা আমার কল্যাণ-রস- সরসে
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া ।
নীরব আলোকে জাগিয়া হৃদয় প্রান্তে
উদার উষার উদয়-অরুণ-কাস্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া ।

৭

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে ।

এস গন্ধে বরণে, এস গানে ।

এস অঙ্গে পুলকময় পরশে,

এস চিত্তে সুধাময় হরষে,

এস মুগ্ধ মুদিত তনয়ানে ।

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে

এস নিশ্চল উজ্জল কান্ত,

এস সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,

এস এসতে বিচিত্র বিধানে ।

এস দুঃখ সুখে এস মর্মে,

এস নিত্য নিত্য সব কর্মে ;

এস সকল কর্ম অবসানে ।

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে ।

৮

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়

লুকোচুরি খেলা ।

নীল আকাশে কে ভাসালে

শাদা মেঘের ভেলা ।

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে

উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে ;

আজ কিসের তরে নদীর চরে

চখাচখির মেলা ।

ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই

যাব না আজ ঘরে,

ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ

নেব রে লুঠ করে ।

যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি

বাতাসে আজ ছুটচে হাসি,

আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি

কাটবে সকল বেলা ।

৯

আনন্দেরি সাগর থেকে

এসেছে আজ বান ।

দাঁড় ধরে আজ বস্ রে সবাই,

টান্ রে সবাই টান্ ।

বোঝা যত বোঝাই করি

ক'রবরে পার দুখের তরী,

চেউয়ের পরে ধরব পাড়ি

যায় যদি যাক্ প্রাণ ।

আনন্দেরি সাগর থেকে

এসেছে আজ বান ।

কে ডাকে রে পিছন হতে

কে করে রে মানা,

ভয়ের কথা কে বলে আজ

ভয় আছে সব জানা ।

কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে

সুখের ডাঙায় থাকব বসে,

পালের রসি ধরব কসি

চলব গেয়ে গান ।

আনন্দেরি সাগর থেকে

এসেছে আজ বান ।

১০

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ

ছথের অশ্রুধার ।

জননী গো, গাণব তোমার

গলার মুক্তাহার ।

চন্দ্রসূর্য্য পায়ের কাছে

মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,

তোমার বুকে শোভা পাবে আমার

ছথের অলঙ্কার !

ধন ধাত্ত তোমারি ধন,

কি করবে তা কও !

দিতে চাও ত দিও আমায়

নিতে চাও ত লও !

ছঃখ আমার ঘরের জিনিষ

খাটি রতন তুই ত চিনিস্,

তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস্,

এ মোর অহঙ্কার ।

১১

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
 গেঁথেছি শেফালি-মালা ।
 নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
 সাজিয়ে এনেছি ডালা ।
 এসগো শারদলক্ষ্মী, তোমার
 গুহ্র মেঘের রথে,
 এস নিশ্চল নীল পথে,
 এস ধৌত শ্রামল
 আলো-ঝলমল
 বনগিরি পর্বতে,
 এস মুকুটে পরিয়া স্বেত শতদল
 নীতল শিশির-ঢালা ।

ঝরা মালতীর কূলে
 আসন-বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
 ভরা গঙ্গার কূলে,
 ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
 তোমার চরণমূলে ।

গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
 সোনার বীণার তারে
 মৃদু মধু ঝঙ্কারে,
 হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
 কণিক অশ্রুধারে ।

রহিয়া রতিয়া যে পরশমণি
 বলকে অলককোণে,
 পলকের তরে সক্রমণ করে
 বুলায়ো বুলায়ো মনে !
 সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
 আধার হইবে আলা ।